শরিয়ার দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
অনূদিত

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

◈ পরিভাষা ১৩
◈ ইলাহি সংবিধান ১৫
◈ ভূমিকা ১৬

শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি : প্রসঙ্গ কিছু কথা

◈ ইসলামি ফিকহের ব্যাপকতা ২১
◈ শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি ২১
◈ ইসলামি শাসন কি দ্বীনের শাখাগত বিষয় না মৌলিক ২২
◈ 'আল্লাহর শাসন-কর্তৃত্বের দর্শন' ইসলামি আকিদার অংশ ২৬
◈ রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আমাদের উদাসীনতা ২৮
◈ ইসলামি রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আধুনিক রচনাবলি ২৯
◈ রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আলিম ও চিন্তাবিদদের বিভিন্ন রচনাবলি ৩১
◈ আধুনিক রাষ্ট্রপরিচালনায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত ৩৪
◈ শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির তাৎপর্য ৩৫
◈ সিয়াসাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ ৩৭
◈ রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হওয়ার মাপকাঠি ৩৯
◈ প্রাচীন আলিমদের বর্ণনায় রাষ্ট্রনীতি ৪২
◈ শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির বিষয়ে ইবনে আকিলের প্রাচীন বিতর্ক ৪৩
◈ ইবনুল কাইয়্যিমের পর্যালোচনা ৪৪
◈ রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে নববি দিকনির্দেশনা ৪৫
◈ রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদিনের দিকনির্দেশনা ৪৬
◈ শরিয়াহ ও সিয়াসাহ : ইবনুল কাইয়্যিম কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ৪৯
◈ শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে ইমাম আহমাদের নির্দেশনা ৫১
◈ সাময়িক ও আংশিক রাষ্ট্রনীতি ৫৩

শাসকের অভিমত এবং তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পরিধি

◈ শাসকের অভিমত ৫৫
◈ ইমাম (শাসক) কে ৫৬
◈ ইসলামি রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালনা করা হবে ৫৬

রায় ও শরিয়ায় তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পরিধি

◈ রায় শব্দের অর্থ ৫৮

◈ আমাদের ফিকহি ঐতিহ্যে রায় ৬০
◈ রায়ের নিন্দায় সাহাবিদের বাণী ৬০
◈ আসহাবুর রায়ের পক্ষ থেকে ওপরের বর্ণনাসমূহের জবাব৬৫
◈ ইবনুল কাইয়্যিমের বিশ্লেষণ ৭০
◈ রায় তিন প্রকার ৭০
◈ বাতিল রায় এবং এর প্রকারভেদ ৭২
◈ প্রশংসিত রায় এবং এর প্রকারভেদ ৭৩
◈ যে রায়ের ব্যাপারে উম্মাহর পূর্ববর্তী-পরবর্তী সবাই একমত৭৭
◈ শরিয়ার আলোকে ইজতিহাদকৃত রায় ৭৮
◈ কাঙ্ক্ষিত রায় ৮০
◈ শাসক কর্তৃক ইজতিহাদ করার প্রয়োজনীয়তা ৮১
◈ ইমাম বা শাসকের অভিমত কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ৮১
◈ যে বিষয়ে ইমামকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে ৮৬
◈ আমরা মতভিন্নতাকে স্বাগত জানাই ৯৩
◈ মাসলাহা মুরসালার পরিচয় ৯৫
◈ ইমাম গাজালি ও মাসলাহা মুরসালা ৯৬
◈ গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে মাসলাহা মুরসালার শ্রেণিবিভাগ৯৬
◈ সাহাবি কর্তৃক মাসলাহাকে বিবেচনা ১০৭
◈ অনুসৃত মাজহাবসমূহে মাসলাহা গ্রহণের পরিধি ১০৯
◈ মাসলাহা মুরসালাকে দলিল গ্রহণে চার মাজহাবের মতভিন্নতা১১০
◈ মাসলাহা বাস্তবিক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ১১৪
◈ মাসলাহানির্ভর বিধিবিধানসমূহের পরিবর্তন ১১৫
◈ আধুনিক যুগের ফকিহ ও মাসলাহা ১১৬
◈ মাসলাহার প্রতি বর্তমান যুগের মানুষের মুখাপেক্ষিতা১১৭
◈ কিছু ক্ষেত্রে ইমামের রায় কার্যকর হয় না ১১৯

শাসকের রায় কার্যকর হওয়ার শর্ত

◈ শুরার ব্যাপারে ইমাম বা শাসকের অবস্থান ১২১
◈ শুরা কি ঐচ্ছিক না আবশ্যিক ১২৫
◈ সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় অগ্রাধিকার পাওয়ার দলিলসমূহ ১২৫
◈ মূলনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত ১২৮
◈ মুসলিমরা আরোপকৃত শর্ত মানতে বাধ্য ১২৮
◈ জনগণের ব্যাপারে শাসকের কার্যাবলি মাসলাহানির্ভর হতে হবে১৩১
◈ ইবাদত ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্যকরণ ১৩৫

◈ ইবাদতসমূহকে বিনা বাক্যে গ্রহণ ১৩৫
◈ অভ্যাস ও মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত১৩৭
◈ দ্বীনি বিষয়ে অনুকরণ ও দুনিয়াবি বিষয়ে আবিষ্কার ১৩৮
◈ পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে শাসকের রায়ের পরিবর্তন১৪১
◈ গনিমত বণ্টনে আবু বকর ও উমর (রা.)-এর মধ্যে মতভিন্নতা১৪২
◈ উমর (রা.)-এর নিকট অগ্রাধিকার প্রদানের মানদণ্ড ১৪৭
◈ অভাবগ্রস্তকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেওয়া ১৪৯
◈ সাইয়্যেদ কুতুবের মন্তব্য ১৫০
◈ সাইয়্যেদ কুতুবের মন্তব্যে নিয়ে আমার কথা ১৫১
◈ প্রাচীন ফকিহদের মতামত ১৫২
◈ নববি রায়ের বিপরীতে কয়েকজন খোলাফায়ে রাশেদিনের রায়১৫৪
◈ রাসূল (সা.) নিজে মাসলাহা অনুযায়ী রায় পরিবর্তন করতেন১৫৫
◈ কর নির্ধারণে উমর (রা.)-এর রায় ১৫৭
◈ উমর (রা.)-এর রায় গ্রহণে ফকিহগণের অবস্থান ১৫৯
◈ উমর (রা.)-এর রায় বাস্তবায়নে আমাদের মতামত ১৬০
◈ ‘জিজিয়া’ শব্দটি বিলুপ্তির ব্যাপারে উমর (রা.)-এর রায়১৬২
◈ উমর (রা.)-এর ইজতিহাদের প্রতি আমাদের মুখাপেক্ষিতা১৬৫
◈ অন্যদের বনি তাগলিবের সাথে যুক্তকরণ ১৬৫
◈ ইমাম শাওকানির মন্তব্য ১৬৬

নস ও মাসলাহার সাংঘর্ষিকতা

◈ নস ও মাসলাহার সাংঘর্ষিকতা ১৬৮
◈ অকাট্য ও ধারণাভিত্তিক নস ১৬৮
◈ ধারণাভিত্তিক নস ও অকাট্য নসের সাংঘর্ষিকতা ১৭০
◈ অকাট্য বিষয়সমূহ পরস্পর সাংঘর্ষিক হয় না ১৭১
◈ ইমাম গাজালি কর্তৃক উল্লিখিত ঢালের উদাহরণ ১৭২
◈ ইমাম তুফির বিরোধিতা এবং তার মাজহাব নির্ধারণ ১৭৩
◈ অকাট্য নসের সাথে মাসলাহা সাংঘর্ষিক হওয়ার দাবি১৮০

উমর (রা.)-এর প্রতি অভিযোগ

◈ উমর (রা.) কর্তৃক অকাট্য নসকে অকার্যকর করার অভিযোগ১৮৪
◈ মুয়াল্লাফাতুল কুলুবদের জাকাত প্রদান না করা ১৮৪
◈ আধুনিক আলিমদের বিচ্যুতির উৎস : ভুল ফিকহি ইজতিহাদ১৯২
◈ নস রহিত হওয়ার দাবি বাতিলকরণ ১৯৫

◈ মনস্তুষ্টির প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি ২০০
◈ বিজিত অঞ্চল নিয়ে বণ্টননীতি উমর (রা.) কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ২০৩
◈ সেক্যুলার কর্তৃক উমর (রা.)-এর পদক্ষেপকে লুফে নেওয়া২০৭
◈ উমর (রা.)-এর ফিকহি সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টিপাত ২০৮
◈ গনিমতবিষয়ক আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত ২০৯
◈ নবিজি কর্তৃক খায়বার অঞ্চলকে বণ্টনের প্রতি দৃষ্টিপাত২০৯
◈ উমর (রা.) কর্তৃক কুরআন থেকে প্রমাণ উপস্থাপন ২১৩
◈ পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার প্রদান ২১৮
◈ দুর্ভিক্ষের সময় চুরির দণ্ড স্থগিতকরণ ২২০
◈ সন্তানের সম্পদ চুরি করলে পিতার হাত কর্তন করা হবে না২২৫
◈ খ্রিষ্টান বা ইহুদি মহিলাকে মুসলিম কর্তৃক বিয়ে করাকে অস্বীকার২২৭
◈ তিন তালাকের মাসয়ালা ২৩০
◈ মদপানকারীর শাস্তি বৃদ্ধি ২৩২
◈ বনু তাগলিবের খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রে জিজিয়া (কর) শব্দটি প্রত্যাহার২৩৪
◈ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ মাসয়ালা ২৩৫
◈ উমর (রা.)-এর ব্যাপারে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব২৩৬
◈ উমরীয় মানহাজের বৈশিষ্ট্য ২৪০

শরিয়ায় রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক ফিকহের ভিত্তি ও কেন্দ্রস্থল

◈ শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি ও কেন্দ্রস্থল ২৪২
◈ অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনীয় ভিত্তি ২৪২

প্রথম ভিত্তি : মাকসাদের আলোকে নসবিষয়ক ফিকহ ২৪৬

◈ ফিকহুল মাকাসিদ বিষয়ে তিনটি চিন্তাধারা ২৪৬

প্রথম চিন্তাধারা : নব্য জাহেরিয়া সম্প্রদায় ২৪৭
দ্বিতীয় চিন্তাধারা : নব্য মুয়াত্তলা সম্প্রদায় ২৬২
- একজন আইনের অধ্যাপকের অভিযোগ ২৬৮
- আইনের অধ্যাপকের যুক্তি খণ্ডন ২৭২

তৃতীয় চিন্তাধারা : মধ্যমপন্থি সম্প্রদায় ২৮২
- অভ্যাস ও মুয়ামালাতের মূলনীতি ২৯৪
- নিগূঢ় রহস্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাতই মূলনীতি—এ কথা কেন ২৯৫
- ইবাদতের ক্ষেত্রেও হিকমত ও তাৎপর্য রয়েছে ২৯৬
- নসের ওপর মাসলাহাকে প্রাধান্যের ক্ষেত্রে ইমাম তুফি৩০৩
- জাকাত কেবল ইবাদত নয় ৩০৪

দ্বিতীয় ভিত্তি : বাস্তবতাবিষয়ক ফিকহ

◈ মাসলাহা পরিবর্তনের কারণে বিধান পরিবর্তন ৩১১
◈ সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তনের কারণে বিধান পরিবর্তন৩১২
◈ কাল পরিবর্তনের কারণে ইমাম মালেকের ফতোয়া পরিবর্তন৩১৩
◈ ইমাম কারাফি কর্তৃক ফতোয়ার পরিবর্তনকে সুদৃঢ়করণ৩১৪
◈ ইমাম আবু হানিফার দুই ছাত্র কর্তৃক ওস্তাদের বিপরীত ফতোয়া৩১৬
◈ পরিবর্তনবিষয়ক ইবনে আবেদিনের পুস্তিকা ৩১৭
◈ ইমামগণ কর্তৃক শাইখের বিপরীত ফতোয়ার উদাহরণ৩১৭
◈ যুগের পরিবর্তনের কারণে বিধান পরিবর্তনকে অস্বীকার৩১৯
◈ *মাজাল্লাতুল আহকাম আল আদলিয়্যা*-এর ব্যাপারে মন্তব্য৩২১
◈ শাইখ আলি খফিফের পর্যালোচনা ৩২২
তৃতীয় ভিত্তি : তুলনাবিষয়ক ফিকহ ৩২৪
◈ তুলনাবিষয়ক ফিকহের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ধারণা ৩২৫
◈ কুরআন থেকে 'ফিকহুল মুয়াজানাত'-এর সমর্থনে বিভিন্ন দলিল৩২৭
◈ বাস্তব জীবনে 'ফিকহুল মুয়াজানাত'-এর চর্চা কঠিন৩২৯
◈ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য ৩৩০
চতুর্থ ভিত্তি : অগ্রাধিকার প্রদানবিষয়ক ফিকহ ৩৩১
◈ দ্বীনি সম্পর্ককে অন্য সকল সম্পর্কের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান৩৩৩
◈ মূলনীতিকে শাখা-প্রশাখার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান৩৩৩
◈ আকিদাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে ৩৩৩
◈ আমলগত দিকের ওপর জ্ঞানগত দিক প্রাধান্য পাবে৩৩৫
◈ রোকনি ফরজ ৩৩৬
◈ অকাট্য বিধিবিধান ৩৩৭
◈ নৈতিক মূল্যবোধ ৩৩৭
◈ মাসলাহাসমূহকে স্তরভিত্তিক গুরুত্বারোপ ৩৩৭
◈ দ্বীন রক্ষা জীবন রক্ষার আগে ৩৩৮
◈ জীবন রক্ষা ৩৩৮
◈ আকল রক্ষা ৩৪০
◈ বংশ রক্ষা ৩৪০
◈ সম্পদ রক্ষা ৩৪১
◈ ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া ৩৪২
◈ ফরজ ইবাদতের পর নফল ইবাদতের স্থান ৩৪৩
◈ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে পরস্পর অগ্রাধিকার প্রদান ৩৪৩
◈ কুফরির পর কবিরা গুনাহের স্থান ৩৪৫

◈ কবিরা গুনাহের পর সগিরা গুনাহের স্থান ৩৪৬
◈ সগিরা গুনাহের পর সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের স্থান ৩৪৭
পঞ্চম ভিত্তি : পরিবর্তনবিষয়ক ফিকহ ৩৪৯
◈ নিজেদের পরিবর্তন ৩৫০
◈ আকিদা-বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন ৩৫২
◈ পরিবর্তনবিষয়ক ফিকহের মূলনীতি ৩৫৩
◈ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনটি মূলনীতির প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক৩৫৫
◈ জরুরত (অনিবার্য প্রয়োজন)-কে বিবেচনায় আনা ৩৫৫
◈ দুটি ক্ষতির লঘুতর ক্ষতিতে লিপ্ত হওয়া ৩৫৬
◈ ক্রমধারা অনুসরণ ৩৫৭
◈ ক্রমধারা বলতে আমরা কী বুঝি ৩৫৮
◈ উমর ইবনে আবদুল আজিজ ও ক্রমধারা ৩৫৮

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার; যিনি জগৎসমূহের মালিক। পবিত্র সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক ওই মহামানবের ওপর; যিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত এবং সকল মানুষের জন্য হুজ্জত (দলিল)। তিনি আমাদের নেতা, ইমাম, আদর্শ, প্রিয়ভাজন ও শিক্ষক মুহাম্মাদ (সা.)। একইভাবে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার, সাহাবি এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পথে চলবে, তাঁদের ওপর।

অতঃপর, এই কিতাবটা হলো *নাহ্ওয়া ওয়াহদাতিন ফিকরিয়্যাতিন লিল আমিলিনা লিল ইসলাম* সিরিজের চতুর্থ খণ্ড, যার শিরোনাম হলো, *আস-সিয়াসাহ আশ-শরইয়্যা আলা দাওয়ি নুসুসিস শারিয়াতি ওয়া মাকাসিদিহা*। এই কিতাবের আলোচনা ইমাম হাসানুল বান্নার *বিশ মূলনীতি*-এর পঞ্চম মূলনীতির আলোকে আবর্তিত হবে।

এই মূলনীতিতে ইমাম বান্না একজন শাসক (খলিফা বা রাষ্ট্রপতি) ও তার প্রতিনিধির ওপর অর্পিত শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একইভাবে আরও আলোচনা করেছেন রাষ্ট্রপরিচালনা, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা নিয়ে শাসকের অভিমত, তা বিবেচিত হওয়ার সীমানা, কোন কোন ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে? (ইমাম হাসানুল বান্না শাসকের অভিমত কার্যকর হওয়ার তিনটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেন তা হলো—যেক্ষেত্রে সরাসরি নস নেই, যা একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে ও মাসলাহা মুরসালা[১]), কার্যকর হওয়ার শর্ত কী? পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে এই অভিমত কী পরিবর্তিত হবে, নাকি কোনো পরিবর্তন ও পরিমার্জন ছাড়াই অপরিবর্তিত থাকবে? শুরার ব্যাপারে শাসকের অবস্থান কী? এবং ইবাদত ও মুয়ামালা (লেনদেন)-এর ক্ষেত্রে শাসকের অভিমত কি সমানভাবে কার্যকর হবে নাকি মাকসাদ (উদ্দেশ্য) ও ইল্লতের (কার্যকারণ) দিক দিয়ে বা সাধারণভাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে?

ইমাম হাসানুল বান্না বলেন—'যেক্ষেত্রে সরাসরি নস (কুরআন ও হাদিসের ভাষ্য) নেই, যা কয়েকটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে এবং মাসলাহা মুরসালার ক্ষেত্রে ইমাম বা তার প্রতিনিধির রায় তথা অভিমত কার্যকর হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তা শরিয়ার মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। পাশাপাশি পরিবেশ-পরিস্থিতি, সামাজিক রীতিনীতি ও অভ্যাস অনুযায়ী শাসকের অভিমত পরিবর্তিত হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করে বন্দেগি করা আর স্বভাবগত বিষয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, অন্তর্নিহিত রহস্য, হিকমত ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।'

---

[১] মাসলাহা মুরসালা দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাক্য। সাধারণ অর্থে মাসলাহা হলো—প্রত্যেক ওই জিনিস, যাতে সৃষ্টজীবের জন্য কল্যাণ রয়েছে। হোক সেটা দুনিয়াবি কিংবা পরকালীন কল্যাণ। আর মুরসালা হচ্ছে উন্মুক্ত। চলমান। যা কোনো কিছু দ্বারা আবদ্ধ নয়। আবার কোনো কিছুর মাধ্যমে তার গতিও রুদ্ধ নয়।
ফিকহি পরিভাষায়—বান্দার জন্য যেসব কল্যাণ সংরক্ষণ করা শরিয়ত প্রণেতা উদ্দেশ্য করেছেন, যেমন : মানুষের দ্বীন, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদের সংরক্ষণ ইত্যাদি। শরিয়ত প্রণেতার এসব উদ্দেশ্যকে সুরক্ষিত ও সংরক্ষণ করার নামই হলো মাসলাহা মুরসালা। দ্র. ফখরুর রাজি, *আল মাহসুলু ফি ইলমিল উসুল* : ২/২২০

ইমাম হাসানুল বান্না কর্তৃক ইঙ্গিতকৃত উপরিউক্ত বিষয়াদি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে আমরা শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি সংশ্লিষ্ট নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বর্তমান যুগে এগুলোর ঝুঁকি নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। যেমন : নববি অভিমত ও এর পরিবর্তন, খোলাফায়ে রাশেদিনের অভিমত ও এর পরিবর্তন এবং শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে পরবর্তীদের জন্য খোলাফায়ে রাশেদিনের অভিমত আবশ্যক হওয়ার পরিধি।

পাশাপাশি মাসলাহা মুরসালা, তৎসংশ্লিষ্ট শর্তাবলি ও নিয়মনীতি, অকার্যকর মাসলাহা, বিবেচিত মাসলাহা এবং শুরাব্যবস্থা ও শাসকের জন্য তা আবশ্যক হওয়ার পরিধি নিয়ে আলোচনা করেছি।

একইভাবে 'শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক ফিকহ' যেসব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাও আলোচনা করতে ভুলিনি। তা হলো—ফিকহুল মাকাসিদ, ফিকহুল ওয়াকিয়ি, ফিকহুল মুয়াজানাত, ফিকহুল আওলাবিয়াত ও ফিকহুত তাগয়ির।

কোনো সন্দেহ নেই, শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের যুগের ফকিহ ও তৎপূর্ব ফকিহগণ জড়তার মধ্যে ছিল। আল্লাহ তায়ালা যে শরিয়াহকে প্রশস্ত করেছেন, তারা সেটাকে সংকুচিত করেছিল। তারা শাসকের জন্য সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা শরিয়াহবিবর্জিত রাষ্ট্রনীতি তৈরি করেছিল, যা তাদের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ও মনোবৃত্তিকে অবাধ বৈধতা দেয়; এমনকি তারা আল্লাহর সীমারেখা ও মানুষের অধিকারে হাত দেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিল।

মধ্যমপন্থা সর্বদাই কাঙ্ক্ষিত, যা বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি কোনোটাই করে না এবং পরিমাপে কমবেশিও করে না।

বর্তমান যুগে আমরা মধ্যমপন্থার প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী। বিশেষত এই বিষয়ে (শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি); যে বিষয়ে অহেতুক আলোচনা বৃদ্ধি পেয়েছে, সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে গেছে। একইভাবে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে বিপরীতধর্মী নানা গোষ্ঠী ফতোয়া দিতে গিয়ে বিবাদে জড়িয়েছে। কিছু আছে নিতান্ত অলস, যারা নিজেদের কোনো শর্তে শর্তযুক্ত এবং কোনো নিয়মে আবদ্ধ করতে চায় না। কোনো নিয়মনীতি তাদের শাসন করুক, তা তারা চায় না। তাদের ধারণা হলো—দ্বীনি প্রাণশক্তি ও শরিয়ার মাকসাদকে তারা বিচারক হিসেবে মানে; অথচ তারা দ্বীনি প্রাণশক্তি ও শরিয়ার মাকসাদ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।

আর কিছু আছে অতি অক্ষরবাদী, নিষ্প্রাণ; যারা অতীতে পড়ে থাকে, পুরাতন বস্তু নিয়ে জাবর কাটে। তারা বর্তমানে বসবাস করে না। তাদের জীবনের চারপাশে যেসব চিন্তাভাবনা তৈরি হচ্ছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে, তারা তা অনুভব করে না। তাদের মধ্যে প্রতিদিন কোনো নতুনত্ব আসে না এবং লোকেরাও তাদের অনুসরণ করে না। মূলত তারা শরিয়ার মাকসাদ ও যুগের সমস্যার ব্যাপারে বেখবর।

আর কিছু আছে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী। তারা দুটি উত্তম (পুরাতন ও নতুন), শরয়ি ফিকহ ও বাস্তবতাবিষয়ক ফিকহ, পুরাতন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ ও নতুন দ্বারা উপকৃত হওয়া, (পুরাতন) ঐতিহ্য থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ ও ভবিষ্যৎকে স্বাগত জানানো এবং সামগ্রিক

উদ্দেশ্য ও আংশিক নসের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করে। একইভাবে তারা আংশিক নসকে সামগ্রিক উদ্দেশ্যে বোঝা, পরিমাপের ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ও পরিমাপে কম না দেওয়ার চেষ্টা করে। আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা করি।

তাদের অবস্থা মধ্যমপন্থিদের মতো। তারা ওপরের দুই গোষ্ঠীর কোনো গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট ও অভিভূত করতে পারে না।

কিন্তু তাদের ঘিরেই আকাঙ্ক্ষার জাল বোনা যায়। এদের মাধ্যমেই ইসলামি আকিদা, শরিয়াহ, আদর্শ ও সভ্যতা অনুযায়ী উম্মাহর মুক্তি ও সমৃদ্ধি আশা করা যায়, যারা শরিয়ার সুদৃঢ় বিষয় ও যুগের পরিবর্তিত বিষয়ের মধ্যে তুলনা করে এবং পুরাতন ঐতিহ্য থেকে পাথেয় হিসেবে 'আলো' গ্রহণ করে; 'বাধা প্রদানকারী বিধিনিষেধ' নয়। একইভাবে কল্যাণকর পুরাতন ও উপকারী নতুনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

এই বিষয়টি আমরা এই কিতাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আর যারা মাকাসিদের নামে শরয়ি নসসমূহকে অকার্যকর করতে চায় এবং উমর (রা.)-এর ইজতিহাদকে নিজেদের জন্য ঢাল হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, তাদের যুক্তি খণ্ডন করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো—এ বিষয়টা অনেকের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমরা অখণ্ডনীয় ও অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট করেছি, উমর (রা.) কখনো স্পষ্ট কোনো নসকে অকার্যকর করেননি; বরং তা কল্পনাও করা যায় না। কেননা, তিনি সুস্পষ্ট নস এবং সে অনুযায়ী ফয়সালার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।

অতঃপর আমরা 'নস ও মাসলাহা পরস্পর সাংঘর্ষিক হওয়া' ও তৎসংশ্লিষ্ট নীতিমালা এবং অকাট্য নস ও ধারণাভিত্তিক নসের পার্থক্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। প্রখ্যাত হাম্বলি ফকিহ নাজমুদ্দিন তুফির অভিমত ও তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য 'মাসলাহার নামে নসকে অকার্যকর করা' নিয়েও আলোচনা করেছি। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে, মাসলাহার নামে অকাট্য নসকে অকার্যকর করা যাবে—এ কথা তিনি বলেছেন। অথচ তিনি এমন মন্তব্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা তাঁর 'স্পষ্ট মন্তব্য' থেকে তা প্রমাণ করেছি।

আবার শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক ফিকহের ভিত্তিসমূহ আলোচনা করেছি। তা হলো—ফিকহুল মাকাসিদ, ফিকহুল ওয়াকিয়ি, ফিকহুল মুয়াজানাত, ফিকহুল আওলাবিয়াত ও ফিকহুত তাগয়ির। স্থান অনুযায়ী প্রত্যেকটা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি।

ওপরের আলোচনা থেকে আমাদের এবং প্রত্যেক সুবিচারক পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়—শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি কোনো জড় ও বদ্ধ বিষয় নয়; বরং জীবনের গতিতে গতিশীল, সমাজের উন্নতিতে উন্নত ও চিন্তার নতুনত্বে নতুন একটা বিষয়।

'শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি' মূলনীতি, সামগ্রিক উদ্দেশ্য ও অকাট্য দলিলের আলোকে সংশ্লিষ্ট শাখা-প্রশাখা, আংশিক নস ও ধারণাভিত্তিক নস বোঝার সুযোগ করে দেয়। একইভাবে তা সুদৃঢ় মূলনীতির আওতায় 'পরিবর্তিত বিষয়সমূহ' ও অকাট্য দলিলের আওতায় 'ধারণাভিত্তিক দলিলসমূহ' বোঝার চেষ্টা করে।

‘শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি’ পরিবর্তনযোগ্য উপায়-উপকরণ, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং অপরিবর্তনযোগ্য মহান মূল্যবোধের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে সুযোগ করে দেয়।

অন্যদের কাছে যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উপায়-উপকরণ ইত্যাদি রয়েছে, তা থেকে (উপকারী) কিছু গ্রহণ করার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই, যতক্ষণ না তা বাহকদের জন্য বিপরীত আকিদা-বিশ্বাস বহন করে। প্রজ্ঞা হলো মুমিনের হারানো ধন। সুতরাং সে যেখানেই তা পাবে, সে-ই হবে তার একমাত্র অধিকারী।

আশা করি, (শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি) এই শিরোনামটি মার্কসবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও পাশ্চাত্যপন্থিদের বিরক্ত করবে না, যাদেরকে দ্বীন ও শরিয়ার সাথে রাষ্ট্রনীতির যেকোনো ধরনের সম্পৃক্ততাই উদ্‌বিগ্ন করে এবং তারা অব্যাহতভাবে তথাকথিত ‘রাজনৈতিক ইসলাম’-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ করে যায়। মূলত তারা দ্বীনকে মানবজীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিকনির্দেশক হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে। তারা আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক করতে চায়, যাতে তিনি তাদের আদেশ-নিষেধ করতে না পারেন।

আমাদের কী করার আছে, যখন এই পরিভাষাটি আমাদের আবিষ্কার না হয়ে প্রাচীন আলিমদের আবিষ্কার হয়ে থাকে? আমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দাঈ, যেটাকে তারা ‘রাজনৈতিক ইসলাম’ বলে থাকে!

ইমাম হাসানুল বান্না ২০টি মূলনীতির কথা বলেছেন। শরিয়ার দৃষ্টিতে রাষ্ট্র বইটি পঞ্চম মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। এই মূলনীতিকে তিনি বলেন—‘যেক্ষেত্রে সরাসরি নস (কুরআন ও হাদিসের ভাষ্য) নেই, যা কয়েকটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে এবং মাসলাহা মুরসালার ক্ষেত্রে ইমাম বা তার প্রতিনিধির রায় তথা অভিমত কার্যকর হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তা শরিয়ার মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। পাশাপাশি পরিবেশ-পরিস্থিতি, সামাজিক রীতিনীতি ও অভ্যাস অনুযায়ী শাসকের অভিমত পরিবর্তিত হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো—অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করে বন্দেগি করা আর স্বভাবগত বিষয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, অন্তর্নিহিত রহস্য, হিকমত ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।’

আমি আশা করছি, এই কিতাবটি ‘শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি’ বাস্তবায়নের পথে একটি পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে। যে রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হলো প্রশস্ততা, সহজতা, দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলাবোধের ওপর, সংকীর্ণতা, কঠোরতা, অলসতা ও শিথিলতার ওপর নয়। যে রাষ্ট্রনীতি কল্যাণসমূহ বাস্তবায়ন করে, অকল্যাণসমূহ প্রতিহত করে, মাকাসিদ (অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য) ও অগ্রাধিকার নীতিকে গুরুত্ব দেয় এবং উম্মাহর স্বকীয়তা ও মধ্যমপন্থা নীতি বাস্তবায়ন করে। এই পদ্ধতিতেই আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত হয় এবং মানুষের দুনিয়াবি জীবন সুসংগঠিত হয়।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ-

‘হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথপ্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে বক্র করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই সবকিছুর দাতা।’[২]

[২] সূরা আলে ইমরান : ০৮